পুরাতন দোষের পরিচয় ও তাহার চিকিৎসা

১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে

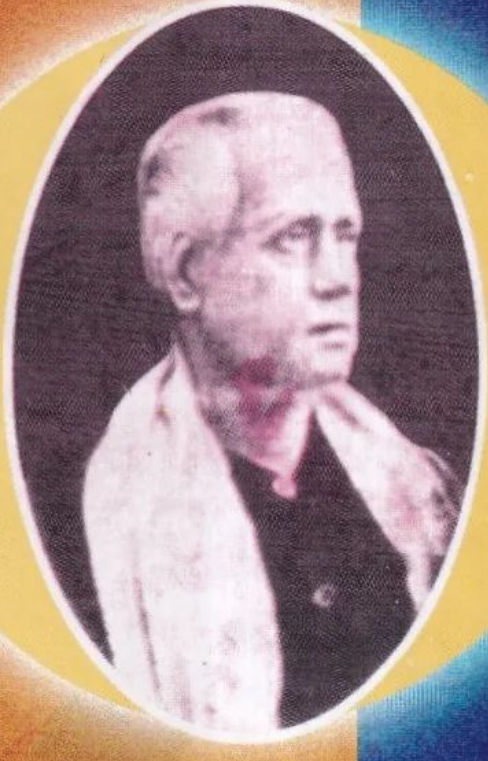

ডাঃ এম. ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বাভাষ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানব মনের শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা ও রোগের প্রকৃত নিদান	১
মনই দেহকে গঠন করে	২
সম্পূর্ণ ও ব্যাপক স্বাস্থ্য লাভের উপায়	৩–৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমবর্ধমান প্রাচীন পীড়ার ক্ষেত্র ও তাহা প্রতিকারের সময়	৮–১১
প্রাচীন পীড়ায় চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র	১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোগ ও আরোগ্যের সহিত জীবনীশক্তির সম্বন্ধ	১২
"প্রকৃতি" ও জীবনীশক্তির ক্রমবিকাশ নীতি অভিন্ন	
আরোগ্য ও জীবনীশক্তির গতি, ভিতর হইতে বাহিরে—সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে	১২–১৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অভিন্ন রোগে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যজনিত বিভিন্ন রূপ	১৭
প্রকৃতিগত বা ধাতুগত চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা	১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্বাভাষ।

পুরাতন পীড়া দোষ ও তাহার পরিচয়	২০
সোরাই আদি দোষ	২০
সোরার সুপ্ত ও তরুণ অবস্থা	২২
দোষ কাহাকে বলে	২৩
অর্জিত দোষ কাহাকে বলে	২৪
প্রাপ্ত দোষ ও লব্ধ দোষ কাহাকে বলে	২৫

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সোরা ও তাহার পরিচয়	২৭
সোরার প্রথম পরিচয় মনে	৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
তরুণ রোগ—পুরাতন ও সুপ্ত দোষসমূহের সাময়িক উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছু নয়	৩৩
সোরার মন	৩৪
" মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও মুখমণ্ডল	৩৪
" নাসিকা, মুখগহ্বর ও উদর	৩৫
" খাদ্যবস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও বিতৃষ্ণা	৩৬
" শ্বাসযন্ত্র	৩৭
" হৃৎপিণ্ড	৩৮
" মলদ্বার	৩৯
" মূত্র ও প্রজনন যন্ত্র	৪০
" চর্ম	৪১
সোরা দোষ হেতু আবির্ভূত রোগসমূহের তালিকা	৪২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সাইকোসিস ও তাহার পরিচয়	৪৩
লব্ধ সাইকোসিস দোষ	৪৪–৪৫
সাইকোসিসের মন	৪৯–৫৩
" মস্তক	৫৩
" চক্ষু ও নাসিকা	৫৩
" মুখমণ্ডল, মুখগহ্বর, উদর, আকাঙ্ক্ষা ও বিতৃষ্ণা	৫৪
" শ্বাসযন্ত্র	৫৫
" হৃৎপিণ্ড	৫৫
" গুহ্যদ্বার	৫৬
" মূত্রযন্ত্র	৫৭
" প্রজননযন্ত্র	৫৭
" চর্ম	৬১
" প্রান্তদেশ ও হ্রাসবৃদ্ধি	৬১
সাইকোসিসের দোষ হেতু আবির্ভূত রোগসমূহের তালিকা	৬১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সিফিলিস ও তাহার পরিচয়	৬২
সিফিলিসের মন	৬৭
" হ্রাসবৃদ্ধি	৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিফিলিসের মস্তক	৭০
" চক্ষু ও কর্ণ	৭১
" নাসিকা, মুখমণ্ডল ও মুখগহ্বর	৭১
" উদর—আকাঙ্ক্ষা ও বিতৃষ্ণা	৭৩
" বক্ষঃ ও শ্বাসযন্ত্র	৭৪
" গুহ্যদ্বার	৭৬
" মূত্র ও প্রজনন যন্ত্র	৭৭
" চর্ম	৭৭
স্ক্রফিউলা, সিউডো-সোরা ও ষ্ট্রমা	৭৮
সিফিলিস দোষ হেতু আবির্ভূত রোগসমূহের তালিকা	৭৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
টিউবারকুলোসিস ও তাহার পরিচয়	৮০
সাইকো-সোরা ও সিউডো-সোরা	৮১
স্ক্রফিউলা, সিউডো-সোরা, রিকেট, ষ্ট্রমা, টিউবারকুলোসিস ও কনজামশান	৮২-৮৩
টিউবারকুলোসিসের মন	৮৩-৮৭
" মস্তক	৮৭
" চক্ষু	৮৭
" কর্ণ	৮৮
" নাসিকা	৮৮
" মুখমণ্ডল ও মুখগহ্বর	৮৯
" উদর—আকাঙ্ক্ষা ও বিতৃষ্ণা	৯০
" বক্ষঃ ও হৃদযন্ত্র	৯৩
" মূত্রযন্ত্র	৯৫
" চর্ম	৯৭
" প্রান্তদেশ	৯৮
"হ্রাসবৃদ্ধি	১০০
টিউবারকুলার দোষহেতু আবির্ভূত রোগসমূহের তালিকা	১০১
চতুর্থ অধ্যায়	
দোষঘ্ন ঔষধসমূহের মেটিরিয়া মেডিকা	১০২
ঔষধসমূহের শ্রেণীবিভাগ	১০২
এসেটিক এসিড	১২৪

একোনাইট ১০৪, ১২৮, ১৩০, ১৯৪, ২৭৭, ২৮৫
একটিয়া রেসি ২১১
এব্রোটেনাম ১০৩, ১৫০, ১৭৭, ২৬৯, ৩০৬, ৪০৭
এগারিকাস মার্ক ১০৫, ৩০২, ৩৭৫
এলো ২৯৯, ৩২১, ৩৬৩, ৩৯০
এলুমেন ১০৯
এলুমিনা ১০৭, ১৬২, ১৮৪, ২০৮, ৩০৮, ৩৪৮, ৩৪৮, ৩৫২, ৩৮৮, ৪০১
এম্ব্রাগ্রিসিয়া ২৪৯, ৩৪৯
এমোনিয়াম কার্ব ১১১, ১৫৮, ২৩৩, ২৪৩, ২৫০, ২৮৬, ৩১৮
এমন মিউর ২৫৫
এনাকার্ডিয়াম ১১৬, ২৪৯, ২৬৭, ৩০৩, ৩৩৮, ৩৫৪, ৪০৭
এনথ্রাসিনাম ২৩৯, ২৪০, ৪৩৩
এন্টিম ক্রুড ১১৯, ৪২৫
এন্টিম টার্ট ১১৩, ১২০, ১৫৮, ২৫১, ২৭০, ৩১৭, ৩১৮, ৪২৪, ৪৩৩
এপিস মেল ১২২, ২৩২, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৯, ২৪১, ২৯৩, ৩০৫, ৩১১, ৩৪৬, ৩৬৩, ৩৬৭, ৪২১, ৪২৩, ৪৩০, ৪৩৩
এপোসাইনাম ১২৪
আর্জেন্টাম মেটা ১৩০, ১৭৮
আর্জেন্টাম নাইট্রি ১৩২, ১৫৯, ১৭৩, ১৯৮, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৯, ২৬৯, ২৮৭, ৩০৯, ৩৭৭
এরানিয়া ডায়েডেমা ৩১৯, ৩২৩
আর্নিকা ২৩৫, ২৮৫, ৩৫০, ৪০৭, ৪৩২
আর্সেনিকাম এল্বাম ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৮, ১৫৯, ১৭৪, ১৮২, ১৯৯, ২০৪, ২০৬, ২১৬, ২২১, ২২২, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৭০, ২৯০, ৩১১, ৩৬২, ৩৬৮, ৪০৩, ৪২১, ৪৩২, ৪৩৪
আর্সেনিকাম আইওড ১৪২, ১৪০, ২১৫, ৪০৩
এসাফেটিডা ৪৩১
অরাম মেটালিকাম ১১৯, ১৪৫, ২০৬, ২১৩, ২৩১, ২৭৮, ২৮৯, ৩০১, ৩৮৩, ৪০০
ব্যাসিলিনাম ৪১৩
ব্যাপটিসিয়া ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬
ব্যারাইটা কার্ব ১০৫, ১৫০, ১৯৬, ২০৫, ৩৯৬, ৪১২

ব্যারাইটা আইওড ১৯৬
বেলেডনা ১০৯, ১৩০, ১৫৩, ১৭৭, ১৯৪, ১৯৫, ২৩৪, ২৩৫, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৫০, ২৫১, ২৭০, ২৮৫, ২৯৫, ৩১৫, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫২, ৩৭১, ৩৯৩
বিসমথ ৩১৬
বোরাক্স ১৫৬, ২৯৪
বোভিষ্টা ১১৪, ১২৩
ব্রোমিয়াম ১৫৭, ১৭৭, ১৯৭, ২২৮, ২৪৮
ব্রাইওনিয়া ১০৪, ১০৭, ১০৯, ১২১, ১৫৯, ১৭৭, ২১০, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৮, ২৪৯, ২৫১, ২৮৯, ৩০৮, ৩২১, ৩৩৮, ৩৪৯, ৩৭১, ৩৭৩, ৪২৮
বিউফো রাণা ১৬০
ক্যাকটাস ২৮৭, ৪৩০
ক্যাডমিয়াম সালফ ৩৯৭
ক্যালাডিয়াম ১৮৭
ক্যালকেরিয়া আর্স ১৪০
ক্যালকেরিয়া কার্ব ১০৯, ১২১, ১৩০, ১৫০, ১৬১, ১৭৭, ১৯৩, ১৯৬, ২৩৫, ২৪০, ২৪১, ২৫০, ২৫২, ২৫৪, ৩১৪, ৩১৮, ৩৩২, ৩৩৯, ৩৬৮, ৪১১, ৪১২
ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োরিকা ২৫৭
ক্যালকেরিয়া ফস ১০৩, ১০৯, ১৪৮, ১৫০, ১৫৭, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৬, ৪০৫
ক্যাম্ফার ১৭২, ৩৪৮, ৪০৪
ক্যান্থারিস ১২৭
কার্বোলিক এসিড ২৪০, ২৪২
কার্বো এনিমেলিস ১৬৭, ২০৪, ২২৫, ৩৫৩, ৪৩৪
কার্বোভেজ ১১৩, ১৩৯, ১৬৮, ১৭০, ২০৪, ২০৬, ২৫১, ২৫২, ২৭৮, ৩১৫, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৬৪, ৩৬৬
কলোফাইলাম ২০৩
কষ্টিকাম ১০৯, ১৫৯, ১৭২, ১৭৩, ২৪৯, ৩৬৬, ৩৮৮
ক্যামোমিলা ১১৩, ১১৯, ১৯৩, ২৫৫, ৩৪৬, ৪২২
চেলিডোনিয়াম ১০৯, ১১৭, ১৮১, ২৬০, ৩৫৪, ৩৯১
চায়না ১৩৬, ১৬৯, ১৭৮, ১৮১, ১৮৪, ২৫২, ৩৫৭, ৩৬৮, ৪৩৪

সিকিউটা ১০৯, ৩৪৩, ৪০১
সিমিসিফিউগা ৩৪১
সিনাবেরিস ২৭১
ককুলাস ১৭৮, ২৫০
কফিয়া ৩১৬
কলচিকাম ২৩৪, ২৭৩, ২৮৯
কলোফাইলাম ২৯৮
কোনায়াম ১৭৬, ২৫০
ক্রোকাস ১২৮, ২২৮, ৩৮১, ৪০১
ক্রোটেলাস ২০৬, ২৩৩, ২৩৭, ২৪২, ২৪৪, ২৮৩, ২৮৪
কিউপ্রাম মেটা ১২৬, ১৫৯, ৩৪৩
সাইক্লামেন ১০৯, ৪২০
ডিজিটেলিস ১৮০, ২৮২, ২৮৮
ডালকামারা ২৯২, ৩১৪, ৩১৯, ৩৩৬, ৪০৫
ইথুজা ১২১
ইলাপ্স ১১২
ইলেক্ট্রিসিটি ২৮৩
ইউফ্রেসিয়া ১৩৩, ৩৯৯
ইউপেটোরিয়াম পার্প ২২৯
ফেরাম মেটা ১৮২, ২২৬, ৪২৮
ফ্লুয়োরিক এসিড ১৮৫, ১৬৬, ২১৩, ২১৪
জেলসিমিয়াম ১৩৩, ২৩৬, ৩৭৮
গ্লোনইন ২৫০, ২৯৪, ৩৭৮
গ্রাফাইটিস ১৮৮, ১১৭, ৩২৭, ৩৫৫
হ্যামামিলিস ২২২
হেলোনিয়াস ৩০০, ৪০৫, ৪৩০
হেলিবোরাস ১২৫, ৩৪৬, ৩৯৩, ৪০৫, ৪৩৩
হিপার সালফ ১৩৪, ১৪৭, ১৫৪, ১৭৭, ১৯২, ২১১, ২১৩, ২১৭, ২৪০, ২৪২, ২৫৭, ২৭৩, ২৭৮, ৩২৪, ৩৫২, ৩৬৫, ৩৭১
হাইড্রাষ্ট্রিস ১৫৯, ২০৬

ওপিয়াম ১২৮, ২৩৮, ৩০৮, ৩৪৪, ৪৩১
অকজেলিক এসিড ৪০৫
পিট্রোলিয়াম ১১৭, ২০৮, ৩৫১, ৪৩১
ফসফোরিক এসিড ১৮৭, ২৩৮, ২৪৯, ৩৫৬, ৩৭৮, ৪৩৪
ফসফরাস ১০৯, ১২৩, ১২৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৬, ১৯৯, ২০১, ২১১, ২৩৮, ২২৩, ২৪৮, ২৫০, ২৫২, ২৫৬, ২৮৮, ২৯০, ৩০৩, ৩০৪, ৩২৭, ৩৩২, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৫৮, ৩৭৮, ৪০১, ৪০৭, ৪১৫, ৪৩৩
ফাইটোলাক্কা ১৭৭, ৩৬৯, ৩৯৩
পিক্রিক এসিড ১৮৭, ৩১০, ৩৭৪
প্ল্যাটিনা ২৯৮, ৩৭৯
প্লাম্বাম ৩৮৫, ৪৩১
পডোফাইলাম ২৯৯, ৩২৩, ৩৭৩, ৩৮৯
পথোস ৩৭
সোরিনাম ১৩৮, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৪, ১৬৩, ১৭৯, ১৯১, ১৯৬, ২০৫, ২৩৮, ২৪৯, ২৭২, ২৮০, ২৮৩, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৯৪, ৪৩১
পালসেটিলা ১৪৪, ১৩০, ১৩৬, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ২০৩, ২২৮, ২৩৩, ২৫০, ২৫৫, ২৫৬, ২৬১, ২৬৪, ২৯৪, ২৯৬, ৩৪১, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৮১, ৩৮৪, ৪১৮
পাইরোজেন ১৩৯, ২৩৮, ২৪১, ৪২৮
রেডিয়াম ২৮৩
রিউম ১৯৩, ২৫৪
রাসটক্স ১১৮, ১৩০, ১৫৩, ২৩৮, ২৪৫, ২৮৬, ৩১৪, ৩৭৩, ৪২৯, ৪৩২
রুটা ৩১৯
স্যাবাইনা ১২৮
স্যাবাডিলা ৪০৬
স্যাম্বুকাস ১১৩, ১৭৮, ২৫০
স্যাঙ্গুইনেরিয়া ২২৮, ৩৩৬
স্যানিকিউলা ১০৩, ১০৪, ১৫০, ১৫৭, ২৬৯, ৩০৬, ৩৫৩, ৪০১
সিকেলি ১২৮, ৩০০

সিলিনিয়াম ২৩৩, ২৯২, ২৯৪, ৩১০
সিপিয়া ১০৭, ১১৭, ১২৮, ১৬৯, ১৮৮, ২৬০, ২৬১, ২৬৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৮, ৩১১, ৩২২, ৩৩৯, ৩৫৫, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৪, ৪২১
সাইলিসিয়া ১০৭, ১৩৪, ১৩৮, ১৪৮, ১৫৩, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৯, ১৮৬, ১৮৮, ২০২, ২১১, ২২৫, ২৪২, ২৪৪, ২৬৯, ২৭৩, ২৭৭, ৩০৯, ৩৫৩, ২৬৫, ৩৭১, ৩৭৯, ৪০১, ৪০৬, ৪১২, ৪১৫, ৪২১
স্পাইজেলিয়া ২৮৭, ৩৩৬
স্পঞ্জিয়া ১৩৪, ১৯৪, ২৮৭
ষ্ট্যানাম ৩০০, ৩৫৯, ৩৮৩
স্টিক্টা ১১৩
ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ১৪৯, ১৮৭, ২৪৯
ষ্ট্যামোনিয়াম ২৩২
সালফার ১০৪, ১০৯, ১৩০, ১৫৪, ১৬২, ১৯০, ১৯১, ২২৪, ২২৮, ২৩৩, ২৬৮, ২৭৩, ২৭৭, ২৮৩, ২৯৪, ২৯৯, ৩০৩, ৩০৫, ৩১২, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৬৮, ৩৯১, ৩৯৬, ৪০১, ৪০৭, ৪১৩, ৪১৫, ৪২৬, ৪৩৪
সালফিউরিক এসিড ২৫৬
সিফিলিনাম ১১০, ১৪৭, ২০৪, ২২৬, ২৬৫, ২৭৩, ৪০৮, ৪১২
ট্যারেন্টিউলা ১৯৫, ২৪১, ২৪২, ২৯২
টেরিবিন্থিনা ২২৬
থুজা ১৩৯, ১৭৫, ১৭৮, ১৮৭, ২৭০, ৩০৯, ৩১৭, ৩১৯, ৩২২, ৩৩১, ৩৮৪, ৪০৪, ৪১০, ৪২৮, ৪৩৪
টিউবারকুলিনাম বভি ১০৪, ১০৬, ১৪৪, ১৫৪, ১৬৪, ১৬৬, ১৯৯, ২০৫, ২৫৬, ২৫৭, ৩০৫, ৩০৭, ৩১২, ৩৪৯, ৩৭২, ৪০১, ৪০৬, ৪১৩, ৪৩৩, ৪৩৪
ভেলেরিয়ানা ৩৪৯
ভিরেট্রাম এল্বাম ১১৪, ১৭০, ৩৯০
এক্সরে ২৮৩, ৩৪৯
জিঙ্কাম মেটা ১২৩, ১২৬, ২৫০, ২৬৮, ৩১০, ৩৪১, ৩৫০, ৩৬৩, ৩৭৬, ৩৯৬

পুরাতন দোষের পরিচয় ও তাহার চিকিৎসা

(ক্রণিক্ মায়েজমস্)

প্রথম অধ্যায়

পূর্বাভাষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানব মনের শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা ও রোগের প্রকৃত নিদান

বিশ্বরাজ্যের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে নানা প্রকার বৈচিত্রের প্রদর্শনী সর্বপ্রথমেই মানব মনকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। যেন কাহারও সাদৃশ্য নাই, যেন পরস্পর সকলেই বিভিন্ন—বাস্তবিক নাম ও রূপ হিসাব করিয়া দেখিলে প্রত্যেককেই যেন স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইবে। এমন কি অনন্ত সাগর বক্ষঃস্থিত অসংখ্য ঊর্মিমালার প্রত্যেক তরঙ্গটি বিভিন্ন। বেলাভূমির উপর প্রতিটি বালুকণা পর্যন্ত সর্বপ্রকারে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এই অনন্ত বৈচিত্রের মধ্যে একটি একতাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সেই একতাটি ধরিতে পারা যায়; নতুবা আপাতদৃষ্টিতে বৈচিত্রটিই আমাদের দৃষ্টিকে যেন অভিভূত করিয়া রাখে। কিন্তু স্থির দৃষ্টির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিবার যাহাদের শক্তি আছে, এরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই আপাত পরিদৃশ্যমান বৈচিত্রের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্যেরই একটি **ক্রমবিকাশের গতি** আছে, সেই **গতিটি** সর্বদাই **কেন্দ্র** হইতে **পরিধির** দিকে নিয়ন্ত্রিত। সমগ্র জগতের সমষ্টিগত ক্রমবিকাশই ধরা হউক অথবা এক একটি দ্রব্য বিশেষের নিজস্ব ক্রমবিকাশই ধরা হউক—ঐ **ক্রমবিকাশের গতিটি যে ভিতর হইতে বাহিরে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল অথবা কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই**। যদি কেহ ডিম্ব হইতে শাবকের উৎপত্তি ও বর্ধনটি অথবা কোরক হইতে ক্রমবর্ধিত প্রস্ফুটিত পুষ্পের পরিণতিটি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার নিকট এই তত্ত্বটি সহজ হইবে। একমুখী **গতিই** যেন সৃষ্টির চিরন্তনী ধারা বলিয়া মনে হয়, কেননা ইহার ব্যতিক্রম কোথাও কখনও নাই। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এই একমুখী **গতিই** যেন একটি প্রধান **শৃঙ্খলা** এবং ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিষম **বিশৃঙ্খলার** আবির্ভাব হইয়া থাকে। সৃষ্টি কি? এই একমুখী গতিতে ক্রমবিকাশই সৃষ্টি। অতএব তদ্বিপরীত গতি অবশ্যই ধ্বংস

বলিয়া জানিতে হইবে। ক্রমবিকাশ কাহার? ভগবৎ শক্তির বিকাশই জগৎ, বহির্মুখী গতিতেই শৃঙ্খলা ও সৃষ্টি এবং তদ্বিপরীত গতিতে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস বলিয়া জানিতে হইবে।

জড়ের ভিতর দিয়া **শক্তির** বিকাশ হইয়া থাকে। শক্তির বিকাশের জন্যই জড়ের একান্ত আবশ্যক। অবশ্য জড় ও চৈতন্যের মধ্যে আত্যন্তিক বা নির্বিশেষ পার্থক্য কিছুই নাই, যেহেতু উভয়ই ভগবানের প্রকৃতি—অপরা ও পরা, এই পর্যন্ত। যাহা হউক, যাহাকে আমরা দৃশ্যতঃ জড় বলিয়া থাকি, তাহার মধ্য দিয়াই শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। জড় না থাকিলে শক্তি প্রচ্ছন্নাবস্থাতেই থাকিত, ক্রিয়াবতী হইত না। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যকতা কিছু নাই, যতটুকু প্রসঙ্গ হিসাবে প্রয়োজনীয় ততটুকু আলোচিত হইল।

ভগবানের যে শক্তি প্রভাবে এই বিশ্বরাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকেই **উপেক্ষা** করিয়া মানব যেদিন হইতে নিজ নিজ কর্মধারার মধ্য দিয়া শান্তি ও স্বাধীনতার আস্বাদ পাইবার আশায় যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, যেদিন হইতে মনুষ্যজাতি বিশ্বনিয়ন্তার সুনিয়ন্ত্রিত **শৃঙ্খলা** হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার ফল স্বরূপে নিজ নিজ জীবন যাত্রার মধ্যে বিশৃঙ্খলার উদগ্র বাসনা আসিয়া মনুষ্য সমাজের সমস্ত শান্তি অপহরণ করিয়া ঘোরতর অনিষ্ট সৃষ্টি করিয়াছে ও ভগবৎ শক্তির **ক্রমবিকাশের ঐ একমুখী গতির পথ** বহুলাংশে রুদ্ধ করিতে বসিয়াছে। এইরূপে মনুষ্যজাতি স্বকৃত উচ্ছৃঙ্খলতায় নিজের সর্বনাশ সাধন করিয়া নিজ নিজ দেহযন্ত্রকে শত পীড়ার আবাসভূমিতে পরিণত করিয়াছে। তাই সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি আজকাল নিতান্ত বিরল। বর্তমান সমাজের মনুষ্যের দেহযন্ত্র এতই শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই অবস্থা ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে যে, নির্মল মন ও নির্দোষ দেহ একপ্রকার অলীক বস্তু বলিয়াই অনেকে মনে করেন। ইহার ফলে মনুষ্যদেহ নানাপ্রকার ব্যাধির আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

নির্মল দেহ অভিপ্রেত হইলে সর্বাগ্রে **নির্মল মন** আবশ্যক। নির্মল মন না হইলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও নির্মল ও সুস্থ দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। **মনই দেহকে গঠন করে**। সুতরাং মনেরই অবস্থাটি শরীরে প্রতিফলিত হইয়া থাকে—মন হইতে ঠিক যেন প্রবাহবশে দেহের পরিণতি হইয়া থাকে এবং তাহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা। **সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে, ভিতর হইতে বাহিরে, মন হইতে বাহ্যদেহে একটি প্রবাহ চলিতে থাকে** এবং সর্বপ্রকার স্থূল পরিণতি ঐ প্রবাহ বশেই হইয়া থাকে, সুতরাং মনের নির্মলতার প্রতি অমনোযোগী হইয়া বা মনকে নির্মল করিবার পক্ষে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া শরীরটিকে সুগঠন করিয়া সুখ শান্তি লাভের বাসনা, ঠিক যেন মূলচ্ছেদ করিয়া শাখা-প্রশাখাগুলিকে জল সিঞ্চন দ্বারা সঞ্জীবিত রাখিবার চেষ্টার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক ও ভ্রান্তিমূলক। অবশ্য উচ্চতর শক্তির ঔষধ

প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক সূত্রে নির্বাচিত হইয়া তাহার প্রয়োগফলে, মনের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহার নির্মলতা সাধন করিতে পারে, একথা স্বীকার্য, কিন্তু যদি নির্মল ও নিষ্পাপ হইবার মত **দৃঢ় প্রতিজ্ঞা** ও **সাধনা** না থাকে, তবে ঔষধের সাহায্য, কোনো কাজে লাগে না। পাপযুক্ত মনের মধ্যে যথেষ্ট অনুতাপ এবং সংস্কৃত ও পবিত্র হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা থাকিলে ঔষধের সাহায্যটি ফলবান হইয়া থাকে এবং ইহাই যুক্তিযুক্তও বটে। যাবতীয় পরিবর্তন বা উন্নতি নিজের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে এবং নিজের চেষ্টা থাকিলে তবেই গুরুপোদেশ, শাস্ত্রবাণী এবং ঔষধশক্তি সাহায্য করিতে পারে, নতুবা উহাদের কোনও মূল্য নাই।

বর্তমান **স্বাস্থ্য** কথাটি আমরা সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু ইহার **সম্পূর্ণ** অর্থ অনেক সময় অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করি বলিয়া মনে হয় না। ইহার অতি সঙ্কীর্ণ অর্থেই আমরা ইহার ব্যবহার করিয়া থাকি। শরীর যদি কোনও প্রকারে বা কোনো নামের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত না হইল, তবেই আমরা তাহাকে স্বাস্থ্য বলিয়া থাকি এবং যে ব্যক্তির শরীর ঐ প্রকার কোনো পীড়ায় পীড়িত না হয়, তবেই সেই ব্যক্তিকে আমরা সুস্থ বলিয়া অভিহিত করি। এইরূপ অর্থ 'স্বাস্থ্য' কথাটির অতি সঙ্কীর্ণ বা সামান্য অর্থ। ইহার **ব্যাপক** অর্থ করিতে হইলে, কেবল শরীর সম্বন্ধে ইহার অর্থ না করিয়া মনকেও লইতে হয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তির **শরীর ও মন** উভয়ই আদৌ পীড়িত নয়, তাহাকেই এই ব্যাপক অর্থে সুস্থ বা স্বাস্থ্যবান বলা যায়। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ আরও বিস্তৃত এবং তাহাই শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ। ফলতঃ সম্পূর্ণ অর্থের বিষয় পরে আলোচিত হইলেই ভাল হয়, এক্ষণে ইহার ব্যাপক অর্থ সম্বন্ধে সামান্য দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

ব্যাপকভাবে **সুস্থ** ব্যক্তি আজকালকার সমাজে পাওয়া বড়ই কঠিন। 'স্বাস্থ্য' বাক্যটি 'স্বস্থ' বিশেষণ পদটি হইতে বিশেষ্য করা হইয়াছে। 'স্বস্থ' অর্থাৎ 'স্ব' তে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ 'আত্মস্থ', একথার প্রকৃত অর্থ কি? একথার অর্থ এই যে, 'স্বস্থ' বা 'আত্মস্থ' ব্যক্তি, **বাসনা কামনাদির** বা **রিপুকুলের** বশবর্তী না হইয়া তাহার নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিতে সক্ষম আছেন। মনুষ্য ও অন্যান্য জীবকূল সকলেই প্রকৃতির সন্তান, তবে অন্যান্য জীবের সহিত মনুষ্যের মর্মান্তিক বিভিন্নতা আছে, সেটি এই যে, অন্যান্য জীব মাত্রেই প্রকৃতির দাস, আর মনুষ্যের মধ্যে স্বাধীনতার অনুভূতি আছে। এই স্বাধীনতার অনুভূতি বা স্ফুরণ অন্য কোনো জীবেরই থাকে না, বা নাই। মনুষ্য যদি **প্রকৃতি** নির্দিষ্ট পথে তাঁহার নীতিগুলি একান্ত ভাবে অনুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে অন্তরস্থ রিপুকুলের অথবা বহিস্থ জলবায়ু, শীত, আতপ ইত্যাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকতি নির্দিষ্ট পথে ও তাহার নীতিমার্গে পরিচালিত করে, সে ব্যক্তি বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য

ও স্থবিরত্ব প্রাপ্তির পর, যেমন পক্ক ফলটি আপনিই বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হয়, সেইরূপ ঐ ব্যক্তিও যথাকালে ঐ ঐ অবস্থা প্রাপ্তির পর নিজের দেহ পরিত্যাগ করে এবং ঐ পরিত্যাগ বা মৃত্যুর সময় তাহাকে কোনও যন্ত্রণা, গ্লানি, পীড়া বা শোক পরিতাপ ও অনুতাপাদির লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় না; এইরূপ ব্যক্তিই **ব্যাপকভাবে** সুস্থ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

অতঃপর **সম্পূর্ণ সুস্থ** কাহাকে বলা যায়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। **ব্যাপক** সুস্থতা না আসিলে সম্পূর্ণ সুস্থতা আসিতেই পারে না। বস্তুতঃ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যাপকভাবে সুস্থ থকিবার পর **জন্মান্তরে** সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ সুস্থতার এক কথায় অর্থ এই যে, সেরূপ সুস্থ ব্যক্তি ভগবৎ পথের যাত্রী, তাঁহার সংসার যাত্রা কেবল তদ্বিষয়ক **অনুষ্ঠান** মাত্র বলা যাইতে পারে। সে ব্যক্তি জগতের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক ইতর শ্রেণীর জীব এবং প্রত্যেক মনুষ্য, সকলকেই পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করেন। কেননা তিনি মনে প্রাণে অনুভব করেন যে, সকলেই তাঁহার একমাত্র প্রেমাস্পদেরই সৃষ্ট ও তাঁহারই আশ্রিত। সুতরাং সকলেই সে ব্যক্তির পরম আদরের জিনিস বলিয়া অনুভূত হয়। এই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাব ঐ ব্যক্তির অনেকটা বাহ্য নিদর্শন। তিনি সর্বদাই আনন্দে থাকেন। নিরানন্দ ভাব তাঁহার কখনও দেখা যায় না। সমাজের প্রত্যেকের সহিত তাঁহার ব্যবহার অতি কোমল এবং তিনি অন্যের সাহায্যার্থে সর্বদাই প্রস্তুত। সুস্থতার উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগ জড়বাদিগণের নিকট কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে হইবে বা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত দার্শনিকের চক্ষু লইয়া দেখিলে সুস্থতার প্রকৃত অর্থ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান মনুষ্য জীবন পথে, কোনো নীতিই নাই; যদিই বা থাকে, তাহা কেবল, ক্ষুদ্র **'আমি'র স্বার্থসিদ্ধি**, এই 'আমি'র স্বার্থসিদ্ধি করিতে হইলে মনুষ্যকে **কুচিন্তা, কুপ্রবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার** আশ্রয় লইতে হয় এবং তখন হইতেই মনুষ্যের **মনটি** ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে ও তখনই **সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে, ভিতর হইতে বাহিরে, পীড়ার গতি আসিয়া মনুষ্যের দেহ যন্ত্রে বিকাশ লাভ করে** এবং তখনই উহাকে আমরা **পীড়া বা সোরা** বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পীড়া, দেহে নয়, উহা দেহের অন্তরালে **সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত মনের** অসুস্থতা ভিন্ন মূর্তি মাত্র। সুতরাং সৎকর্ম ও সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা ভিতরের অর্থাৎ মনের পরিবর্তন সাধন করিতে না পারিলে ব্যাধিমুক্ত হইবার অন্য কোনও পথ নাই বা ঔষধও কার্যকরী হয় না। সুতরাং দেখা গেল' **স্বাস্থ্য ও পরমায়ু রক্ষার প্রধান সহায় ও উপায়— মনুষ্যের মনোস্তরের নির্মলতা সম্পাদন**। উপরোক্ত প্রকার আদর্শপূর্ণ নীতিটি সর্বক্ষণের জন্য চক্ষের সম্মুখে স্পষ্টভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, সম্পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিকভাবে সফলতা সাধন সম্ভব—একথা জোরের সহিত বলিতে পারা যায়। আসল কথা, মনটিকে নির্মল করা—তাহা হইলে মন হইতে প্রকৃতির

ব্যবস্থাতেই ঠিক যেন স্রোতোবশে, অভ্যন্তর রাজ্য হইতে অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে বাহ্যদেহে অর্থাৎ মন হইতে শরীরে নির্মলতার স্রোতটি প্রবাহিত হইয়া, নির্মল দেহ, নির্মল যন্ত্র, নির্মল কান্তি প্রভৃতি গঠন করিবে। আমাদের দেহটি **সূক্ষ্ম মনেরই স্থূল প্রতিকৃতি, মন অনুসারে দেহ, মনটি যেমন—দেহটিও—তেমন**—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যদি এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ থাকে, তবে অন্য যুক্তি তর্কে প্রমাণ পাইবার পূর্বে কেবলমাত্র পবিত্র মনা ও দুষ্ট প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যক্তিদের মুখমণ্ডলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে এই তথ্যটি স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে ব্যক্তি নিষ্ঠুর কার্য করে, তাহার মুখমণ্ডল কর্কশ ভাবাপন্ন হয়, যে ব্যক্তি কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি সকল মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে থাকে, তাহার মুখখানি দেখিলেই সে ব্যক্তি যে, চক্রী ও ধূর্ত, তাহা তখনই বুঝিতে পারা যায়—যাহার চিন্তার কোনো শৃঙ্খলা নাই, যে উন্মাদ পীড়াগ্রস্ত, তাহার মুখমণ্ডলেও যেন উন্মাদ ভাবটি মাখান থাকে—আবার অন্য দিকে, যে ব্যক্তি প্রেমিক, সর্ব জীবের কল্যাণ চিন্তায় মগ্ন, ভগবৎ চিন্তায় বিভোর, তাহার মুখমণ্ডলের একটি অপূর্ব কান্তি, একটি মনোহর ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হয় ও ঠিক যেন জগজ্জনকে অস্ফুট ভাষায় তিনি তাঁহার বিশাল হৃদয়ে আলিঙ্গন দিবার জন্য সপ্রেম আহ্বান করিতেছেন এবং লোকেও তাঁহার চরণে অবলীলাক্রমে মনোপ্রাণ স্বেচ্ছায় সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করে, এই তথ্য বুঝিবার জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না। সুতরাং নির্মল ও সুস্থ দেহ প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে হইলে সর্বাদৌ নির্মল ও সুস্থ মন আবশ্যক।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত বাহ্য দেহের সম্বন্ধের সন্ধান পাওয়া গেল এবং বুঝা গেল যে, প্রত্যেক প্রাণীর আভ্যন্তরীণ ভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে বাহিরে ঐ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি বা তদনুসারে সাফল্য প্রাপ্তির সৌকার্যার্থ যন্ত্র সকলেরও আবির্ভাব হয়। সুতরাং প্রত্যেক প্রাণীদেহের অভ্যন্তর প্রদেশের অনুরূপ, বাহ্য প্রদেশেও স্থূল ইন্দ্রিয় সকল বর্তমান থাকে। এ জন্যই বুঝিবা হিংস্র প্রাণীদিগের খর নখর, তীক্ষ্ণ দন্ত, সূচাগ্র শৃঙ্গাদি ভিতরের চাহিদা অনুসারেই সৃষ্ট হইয়াছে। **যাহার অন্তরে যেরূপ চিন্তাধারা** চলে প্রকৃতির নীতিবশে তাহাই সে পাইয়া থাকে। **'যা দৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী'**। সুতরাং কুচিন্তা, কুপ্রবৃত্তি লইয়া যাহার মন সর্বদাই ব্যস্ত, তাহার সুস্থতা আসিবে কি প্রকারে? ভগবানের নির্দিষ্ট স্বাভাবিক নীতি মানিয়া, ঐ নীতিগুলির প্রকৃত অর্থ পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে অন্তরের ও বাহিরের শান্তি আসিয়া থাকে। কিন্তু আমরা এই নীতি অনুসারে চলা তো দূরের কথা, ইহা বিপরীত পথেই চলিতেছি এবং ক্রমেই অন্যের অনিষ্ট সাধন করিয়া নিজের ইষ্ট করিতেই তৎপর হইয়াছি। মনুষ্য সমাজ আজ পথহারা, **নীতিহীন** এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পশুবৎ দিন যাপন করিতেছে। জীবনের মূল লক্ষ্যের প্রতি তাহাদের কোনো

অনুভূতি বা জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় না। জীবনের মূল লক্ষ্যটি কি? প্রত্যেকেই ভগবানের অনন্ত ও অখণ্ড সত্ত্বা হইতে আসিয়াছেন এবং সৃষ্টি চক্র শেষ করিয়া প্রত্যেকেই সেই সত্ত্বায় মিলিত হইবে—ইহার কোনো ব্যতিক্রম বা ব্যভিচার নাই। এক্ষণে যদি সেই লক্ষ্য পথে নিরন্তর স্থির থাকিয়া তদনুযায়ী নিজ নিজ জীবনকে পরিচালিত করিতে পারা যায়, অতি উত্তম, নতুন নানা প্রকার দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা ইত্যাদি সাহায্যে প্রত্যেককে সুপথে অর্থাৎ লক্ষ্য প্রাপ্তির পথে আসিতেই হইবে—তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—প্রত্যেক শাস্ত্র ও মহাপুরুষের নিকট হইতেই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। একথা সত্য কি না নিজ নিজ অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর পাওয়া যাইবে।

লক্ষ্যপথের উক্ত গতিটি স্বাভাবিক—অর্থাৎ যদি আমরা স্বাভাবিক নীতি অনুসারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকি, তাহা হইলে স্বতঃই লক্ষ্যপথে চলা হইবে এবং ঠিক যেন অবশভাবেই শেষ লক্ষ্য বা শেষ গন্তব্য স্থানে পৌছান সম্ভব হইবে এবং এজন্য বিশেষ কোনো ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। কিন্তু আমরা তো **স্বাভাবিক নীতি** অনুসারে জীবন পথ চলি না, **তাই শোক, দুঃখ, যন্ত্রণায় আমরা নিত্যই জর্জরিত। প্রেম ও যজ্ঞ কার্যই জীবন নীতি। ভগবান** শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যে অর্জুনকে তাই উপদেশ দিলেন 'সহযজ্ঞা প্রজা স্বষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ স্রষ্টা যজ্ঞের দ্বারা প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য প্রেম অর্থাৎ ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যজ্ঞ দ্বারা নিজ নিজ জীবন যাপন করিবে। **যজ্ঞ কী? পরার্থে কার্য করাই যজ্ঞ নামে অভিহিত**। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসিয়া তাহার হিতার্থ কার্য করিতে থাকিবে—ইহাই জীবন নীতি। এই নীতি অনুসারে চলিলে লক্ষ্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু আমরা বিদেশীয়গণের অনুকরণে নিজেদের বহু সদগুণ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। নিজ নিজ হৃদয়ে যে অন্তর্যামী পুরুষ বাস করিতেছেন তাহাও ভুলিতে বসিয়াছি। অন্তরের মর্মপ্রদেশের বাণী বা আহ্বানে আদৌ মনোযোগই দিই না, আমরা বাহির লইয়াই বিব্রত হইতেছি। অন্তর্যামীর বাণী শুনিবার আমাদের অবসর নাই এবং সেই বাণী শুনিয়া কার্য করিবার পরামর্শ দিলে, পরামর্শদাতাকে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। বর্তমান সময়ে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্বল্পতা দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। সেদিন কোনও একটি ৬০ বৎসর বয়স্ক ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে ঔষধ প্রদান করিবার পর আমি তাঁহাকে কহিলাম, 'আপনার এই বয়সে স্নায়বিক দৌর্বল্যের পীড়া দুরারোগ্য। যাহা হউক, আমি যতদূর সাধ্য যত্ন করিয়া আপনার চিকিৎসা করিব এবং আরোগ্যকারী ঔষধ দিব, তবে আপনি মধ্যে মধ্যে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিবেন, যেন তিনি দয়া করিয়া আপনাকে রোগমুক্ত করেন'। ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন, 'মহাশয় তবে আর আপনার কাছে আসিয়াছি কেন? ভগবানই যদি সারান, তবে চিকিৎসক

কি করেন?' আমি তো অবাক, একজন বৃদ্ধ হিন্দু, যিনি এতদিন ধরিয়া দায়িত্বপূর্ণ বিচারকের পদে আসীন থাকিয়া অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুখে এই প্রতিবাদ শুনিয়া বেশ বুঝিলাম যে, তিনি আধ্যাত্মিক স্তরে কতটুকু উঠিয়াছেন, সুতরাং তাহাকে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ বৃথা, অতএব সেখানেই নিবৃত্ত হইলাম। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর মর্মান্তিক দোষ এই যে, উহাতে ভগবানের স্থান আদৌ নাই। ভগবৎভাবে ভাবিত হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না—এই তাহাদের ধারণা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি ব্যাপারের পশ্চাতে যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছেন, সেই শক্তি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই অর্জন হয় না, বিপরীত পক্ষে একটি অহংকারের ভাব জীবনের প্রথম হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া নিজেই সকল বিষয়ের কর্তা এইভাব পোষণ করিয়া প্রত্যেকেই একটি উচ্ছৃঙ্খলতা শিক্ষা করে, সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিটিকেই আবার আজকাল 'স্বাধীনতা' আখ্যা প্রদান করা হইতেছে। যখন যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহা করাই 'স্বাধীনতা', এই ভ্রান্ত ধারণায় প্রত্যেক যুবক যুবতী জীবনকে ধ্বংস পথে পরিচালিত করিতেছে। তাহারা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না যে প্রকৃত স্বাধীনতা স্বতন্ত্রবর্গের ও উচ্চাঙ্গের এবং অতিমাত্র পবিত্র অবস্থা এবং যাহাকে তাহারা স্বাধীনতা বলিয়া ধারণা করিতেছে, তাহা অতিমাত্র হেয় ও জঘন্য ইন্দ্রিয়াধীনতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রায়ই দেখা যায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ প্রায়ই বৃদ্ধ পিতামাতার মনের মত হয় না, হইতে পারে না, কেননা ধর্ম শিক্ষা না পাইলে মাতাপিতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবার প্রবৃত্তি আসা একেবারেই অসম্ভব এবং ইহা না করিয়া তাহারা নিজদিগকে স্বাধীন চিন্তার পোষক বলিয়া গর্ব অনুভব করে কিন্তু তাহারা বুঝে না, স্বাধীন অর্থাৎ 'স্ব' এর অধীন হওয়া কি সহজ কথা? শাস্ত্র চর্চা আদৌ নাই, সুতরাং এ সকল তত্ত্ব কোথায় শিখিবে? স্কুল কলেজে বিদেশী বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিনেমা থিয়েটারে যোগদান করাই যাহাদের দৈনন্দিন কার্য এবং সময় থাকিলে কয়টি 'মহাজনের' দ্বারা লিখিত 'নভেল' পাঠই কর্তব্য বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহাদের কি কখনও এই সকল তত্ত্ব বিষয়ে কোনো জ্ঞানলাভ হইতে পারে?

মোট কথা, যদি প্রকৃতির লক্ষ্য পথে চলিবার কাহারও বাসনা থাকে এবং সেই ভাবধারায় নিজের জীবনধারা ও কর্মপদ্ধতি পরিচালিত করিতে পারে, তাহা হইলে মনুষ্যদেহ ও মন উভয়ই বহু পীড়ার বহির্ভূত থাকে—একথা একেবারে সত্য।